প্রেম! ধুত, কি যে বলো!

-বিপ্লব

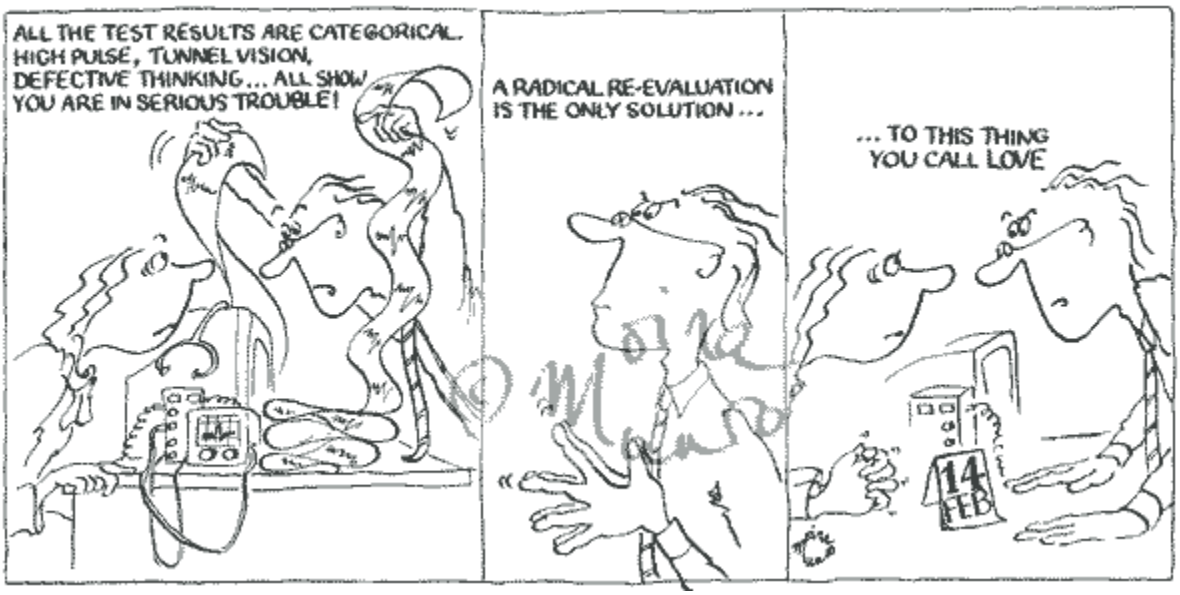

প্রেম কথাটা শুনলে ইদানিং আমার খুব ভয়। বাচ্চারা যেমন বেত উঁচানো বাপের ভয়ে ঘরের কোনায় সিঁটকে বসে থাকে, অনেকটা সেই রকম।

ছোটবেলা থেকে কতগুলো ছোট খাটো প্রেম করেছি গোনা মুস্কিল। একটু সুন্দরী আর 'পারসোনালিটি' থাকলেই টুক করে প্রেমে! আমেরিকার একটি উঠতি মহিলা উপন্যাসিকের লেখায় জানলাম সব পুরুষই নাকি ওই রকম! সুন্দরী দেখলে নাল ঝরে সেখানে বসবাস কিছুক্ষন বা কিছুদিনের জন্য যতক্ষন না পর্যন্ত পরের সুন্দরীটি জীবনে না আসেন। লেখিকা বলছেন পুরুষের প্রেম হচ্ছে দর্পন ভালোবাসা। মানে নারী না আয়নায় তার প্রতিচ্ছবিকে সে ভালোবাসে, সেটা বুঝতে অক্ষম পুরুষ।

সে যাক। ফ্রয়েড আর এডলারের চোটে ভেবেই নিয়েছিলাম দেহ বিনা প্রেম হচ্ছে ভৌতিক প্রেম। মানে অস্তিত্ব নেই। যদিও মেলাতে একটু কষ্টই হতো। কারণ অভিজ্ঞতা বলছে প্রেমে দেহ ঢুকলে প্রেমটা আর থাকে না। থাকবে কি করে! তখন আমি, তুমি শুধুই শরীরের উত্তাপ নেভানোর জন্য ছুঁক ছুঁক করছি। আর শালা শরীরও তেমন- যতই খাওয়াও ততই খাবে। পার্কসার্কাসের ফুচকা। ব্যাস! প্রেম উড়ে গেলো হুস করে!

আমাকে বাঁচালেন ইটালির পাভিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা (২০০৫)। উনাদের আবিষ্কার নার্ভ গ্রোথ ফাক্টর (এন জ এফ) বলে এক জটিল প্রোটিন অনু, যা আমাদের প্রেমের মূলে। যারা প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে, তাদের দেহে এর পরিমান ২২৭ পিকোগ্রাম প্রতি মিলিলিটারে। সবথেকে আশ্চর্য্য হচ্ছে, যারা স্বামী স্ত্রী হিসাবে বহুদিন একসাথে আছে তাদের দেহে এর পরিমান সবথেকে কম-১২৩ পিকোগ্রাম। যারা কোন সম্পর্কেই নেই, তাদের দেহে এর পরিমান তাও বেশী, ১৪৯ পিকোগ্রাম! বুঝুন! স্বামী স্ত্রীর প্রেম কতটা

এন্টিরোম্যান্টিক!

আরো চমকপ্রদ আবিষ্কার। আপনি প্রেমে পড়েছেন। আপনার এন জি এফ লেভেল ২৫০ এর কাছে। এক বছর বাদে প্রায় সবারই ১২৫ য়ে নেমে আসে।

অর্থাৎ, প্রেমের সত্যিকারের বয়স মোটে একবছর। এর বেশী দিন কোন মেয়ের সাথে থাকাই যায়, তবে রোমানস থাকে না। সুতরাং শরীরের ক্ষিদে ছারা আর বাকী রইলো কি?

বুঝলাম। আসলে প্রেম ততদিন ই থাকে, যতদিন প্রেমাস্পদ 'মিস্টিফায়েড। বোরখার মধ্যে। কল্পনার নারীর সাথেই প্রেম করা যায়, বাস্তবের মেয়েদের সাথে নয়। প্রেমাস্পদকে আবিষ্কার করে প্রেম হয় না। প্রেমাস্পদকে সাহিত্যে রূপান্তর করলে তবেই আসে দুর্বার প্রেম। নইলে গ্রীষ্মের ডোবায় স্নান করা। না দেহ ধোয়, না মন। 'উ মশাই সকালে উঠতে বসতে মেজাজ। এবার ভাবছি ঘর সংসার ত্যাগ করে সন্নাসীই হবো!

আর পরকীয়াকেই বা দোষ দিয়ে কি হবে? বিজ্ঞানীরা বলছেন এক বছরেই রোমানস চৌপাট। মানে পার্টনার চেঞ্জ না করলে, শুধু সেক্সই হবে, প্রেম হবে না। সামাজিক দ্বায়িত্ববোধ থাকতেই পারে। সুতরাং প্রকৃতিই চাইছে আপনি একটু দেহবিহীন পরকীয়া করুন। প্রতি বছরে একটা। বিসর্জন দিয়ে আসছে বছর আবার হবে টাইপ। তাহলে শরীর-মন থাকবে প্রেমময়।

মনের প্রেমে ঝরে ডোপামাইন, সেরেটোনিন ইত্যাদি হর্মোন। দেহের প্রেমে শুধুই টেস্টেটেরন, অস্ট্রেজেন। অর্থাৎ দুটোরই অস্তিত্ব আছে। এবং আলাদা।

দেহের প্রেমটা না হয় বৌয়ের দেহের সিন্দুকেই চাবি মারা থাকলো। মনের প্রেমটাতো বৌয়ের সাথে এক বছর বাদে আর হবার নয়। হিমঘরে ঢুকে গেছে। তখন বৌয়ের সাথে প্রেমের অভিনয়ের ন্যাকামো ছেরে, ইলাস্টিকের মতন, আই লাভ ইউ হানির সুগার কোটিং ভেদ করে, পরকীয়ায় নেমে যান। বসন্তের বাতাস মশাই। তবেই আপনার অস্তিত্বে প্রেম রইবে চিরজাগরুক।

মেয়েদের ক্ষেত্রেও একই কথা খাটে। বছর খানেক বাদে, তাদেরও প্রেমের অভিনয় করেই চলতে হয়। জীবনতো একটাই!

নইলে সারা জীবন দাম্পত্যপ্রেমের ঢ্যামনামো আর প্রেম নেই দেহে বলে আফশোসে আঃ উহঃ করেই কাটাতে হবে।

ঘরের কোনে হামাগুড়ি দিচ্ছি মশাই- তবে আপনাদের জন্য শুভেচ্ছা রইলো।

ক্যালিফোর্নিয়া ১১/৮/১২